দৈনিক ইনকিলাব

48

তারিখ ... 22 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের দায়িত্ব

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের শতকরা ৭৩ জন লোকই নিরক্ষর। আর শতকরা ২৭ জন লোক অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকই যেখানে নিরক্ষর সেখানে এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। এদেশের অর্থনৈতিক, সমাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা সর্ববিধ উন্নতি অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে তাহলো "নিরক্ষতরতা দূরীকরণ"।

দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় যে পরিমাণ বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু রয়েছে তার ৭০ ভাগ শিশুই বছরের প্রথমে বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়। কিন্তু বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসের আগেই এর ৩০ ভাগ শিশু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে চলে যায়। আর ৩০ ভাগ শিশু নানা কারণে ভর্তি হতে পারে না। সাধারণতঃ বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক সংকট। বিশেষ করে এ কারণেই বেশীর ভাগ আমাদের দেশের শিশুদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। এসব কারণে ভাগ্যহীন শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষেও বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এই শিশুরা সারা জীবনই নিরক্ষরতার অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ব্যাপক সম্ভাবনা যাদের মাঝে লুকায়িত তারা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে দেখা যায়, প্রতি বছরই নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এর সার্থক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, গত ৩৭ বছরে এদেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। বিদ্যালয় গমনোপযোগী ভর্তিকৃত অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণে এদেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা রোধ করতে হলে অচিরেই এর সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিরক্ষরতা সমস্যা দু'ভাগে সমাধান করা সম্ভব। শিশু শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিশুদেরকে খাওয়া-পরা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তখনই বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষকদের পক্ষে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সম্ভব হবে। শিশুরা এভাবে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। বিদ্যালয় গমনোপযাগী যে পরিমাণ শিশু ভর্তি হবে তার পুরোটাই এ ব্যবস্থার প্রাথমিক শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন। ফলে, দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে না। শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে, দেশের ৭৩ ভাগ বয়স্ক নিরক্ষর লোকদেরকে অক্ষর জ্ঞান দান করতে হবে। তাদেরকে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলে প্রতিদিন তিন শিফটে ক্লাস নিতে হবে। দেশের নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলাদেরকে নিরক্ষরতার কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তাদেরকে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে আসার জন্য উৎসাহিত ও করতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাদেরকে যদি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা যায় তাহলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে সমাজ জীবন থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহজ হয়ে উঠবে।

—এস, এম, শাসমুল হক